ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

নং-বিআরপিডি(টাস্কফোর্স)/৭৪৮/৩/২০২৪-

তারিখ: ০০ মাঘ ১৪৩০ / ০০ জানুয়ারি ২০২৪

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করা হইলো:

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **শিরোনামা ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা **"ব্যাংক-কোম্পানী বহিঃনিরীক্ষণ বিধিমালা, ২০২৪"** নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **উদ্দেশ্য ও প্রযোজ্যতা**।- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য হইলো ব্যাংক-কোম্পানীসমূহে বহিঃনিরীক্ষার আওতা নির্ধারণ, নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ সুনির্দিষ্ট করা, আর্থিক প্রতিবেদনসমূহে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার যথাযথ প্রতিফলন নিশ্চিত করা ও বহিঃনিরীক্ষা পরিষেবার মান নিশ্চিত করা।
(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত সকল ব্যাংক-কোম্পানী এবং বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকের জন্য এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

৩। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,

(ক) "অফশোর ব্যাংকিং" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্তসাপেক্ষ অনুমোদনে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিচালিত বিশেষ ব্যাংকিং কার্যক্রম;
(খ) "নিরীক্ষা ফি" অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক বহিঃনিরীক্ষককে নিরীক্ষণের নিমিত্ত নিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী প্রদেয় সম্মানী;
(গ) "বহিঃনিরীক্ষা" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) ও কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ যে অর্থে নিরীক্ষা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে;
(ঘ) "বহিঃনিরীক্ষক" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) ও কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ যে অর্থে নিরীক্ষক শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে;
(ঙ) "বাজার ঝুঁকি" অর্থ আর্থিক বাজারের সামগ্রিক কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ প্রভাবকসমূহের কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা;
(চ) "রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা" অর্থ রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পণ্য রপ্তানির বিপরীতে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা;

(ছ) "Concept of Materiality" অর্থ ঐ সমস্ত বিষয়াদিকে বুঝাইবে যাহা আর্থিক বিবরণীর ব্যবহারকারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবক হিসেবে কাজ করিতে পারে;

(জ) "Financial Instrument" অর্থ বিনিয়োগযোগ্য আর্থিক সম্পদসমূহ;

(ঝ) "Financial Derivatives" অর্থ The Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর ধারা ২ এর দফা (cccc) তে সংজ্ঞায়িত ''derivative'';

(ঞ) "Going Concern Concept" অর্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বা অন্তত দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর থাকিবে এবং নিকট ভবিষ্যতে বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই মর্মে অনুমিত হইবে;

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) ও কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগ

৪। বহিঃনিরীক্ষক নির্বাচন ও চূড়ান্ত নিয়োগ।- (১) বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলভুক্ত ব্যাংক ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৯ (১) অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ও তালিকাভুক্ত বহিঃনিরীক্ষকসমূহের মধ্য হইতে বার্ষিক সাধারণ সভার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট কমিটি) মাধ্যমে বাৎসরিকভাবে বহিঃনিরীক্ষক নির্বাচন করিবে এবং অবিলম্বে বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তির জন্য আবেদন দাখিল করিবে। ব্যাংকসমূহ নিরীক্ষা বৎসরের ৩১ আগস্ট তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তিসহ বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। আলোচ্য বিধিমালা যথাযথভাবে পরিপালনের শর্ত উল্লেখপূর্বক ব্যাংক বহিঃনিরীক্ষককে চূড়ান্ত নিয়োগপত্র প্রদান করিবে। নিরীক্ষা কার্য যথাযথ সময়ে সম্পন্ন করিবার স্বার্থে ব্যাংক বহিঃনিরীক্ষককে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দলিলাদি যথাসময়ে সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করিবে। প্রয়োজনীয় হিসাব/তথ্যাদি সরবরাহে বিলম্বের কারণে বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা কার্য শুরু বা সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হইলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, একই বহিঃনিরীক্ষককে একই ব্যাংকে একাদিক্রমে তিন বৎসরের বেশী নিয়োগ করা যাইবে না এবং একই বহিঃনিরীক্ষককে একই ব্যাংকে একাদিক্রমে তিন বৎসর নিয়োগের অব্যবহিত পরবর্তী অন্যূন তিন বৎসরের জন্য বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে না।

৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তির জন্য দাখিলতব্য আবেদনপত্রের সহিত আবশ্যিকভাবে দাখিলযোগ্য তথ্য ও দলিলাদি।-

(১) ব্যাংকের আবেদনপত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে:-

(ক) বহিঃনিরীক্ষক/বহিঃনিরীক্ষকসমূহের পূর্ণ নাম;

(খ) নিরীক্ষা বৎসর এবং একাদিক্রমে কততম বৎসরের জন্য বহিঃনিরীক্ষককে নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে;

(গ) বহিঃনিরীক্ষণের আওতাভুক্ত ব্যাংকের শাখা/বিভাগ/ইউনিট এর সংখ্যা ও মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের (কমপক্ষে ৮০%) শতকরা কত অংশ নিরীক্ষিত হইবে তাহার পরিমাণ;

(ঘ) বহিঃনিরীক্ষক-কে প্রদেয় মোট নিরীক্ষা ফি এর পরিমাণ (কর্মঘন্টা হার উল্লেখসহ);

(ঙ) চলতি বৎসরের পূর্ববর্তী ০৩ (তিন) বৎসরে ব্যাংকে নিয়োজিত বহিঃনিরীক্ষকসমূহের তালিকা।

(২) আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে:-

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভায় বহিঃনিরীক্ষক বা বহিঃনিরীক্ষকগণের নির্বাচনের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের কপি (উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত)। বিদেশি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়/ প্রধান অফিস (বিদেশে অবস্থানরত) কর্তৃক বহিঃনিরীক্ষক মনোয়নের কপি (উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত);

(খ) ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা ব্যাংকের কোনো এজেন্ট বা কোনো প্রতিনিধি এবং ব্যাংকের সহিত আমানত ব্যতীত অন্য কোনোরূপ স্বার্থের সংশ্লেষ রহিয়াছে এমন ব্যক্তি ব্যাংক-কোম্পানীর বহিঃনিরীক্ষক বা বহিঃনিরীক্ষকদলের কোনো সদস্য নহেন মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের লেটার হেডে প্রস্তুতকৃত প্রত্যয়নপত্র;

(গ) ব্যাংক কর্তৃক বহিঃনিরীক্ষককে প্রদত্ত নিয়োগ প্রস্তাবের প্রত্যয়নকৃত কপি;

(ঘ) প্রদেয় নিরীক্ষা ফি উল্লেখপূর্বক তা The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB)/Financial Reporting Council (FRC) কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন নিরীক্ষা ফি এর কম নহে মর্মে নির্বাচিত বহিঃনিরীক্ষকের ঘোষণাপত্র;

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বহিঃনিরীক্ষক ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানীতে নিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে নাই মর্মে বহিঃনিরীক্ষকের ঘোষণাপত্র।

বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রেও বহিঃনিরীক্ষক চূড়ান্ত নিয়োগের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ আবশ্যক হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বহিঃনিরীক্ষার আওতা ও দাখিলযোগ্য প্রতিবেদন

৬। **বহিঃনিরীক্ষার আওতা**।- (১) বহিঃনিরীক্ষক ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৮ এর অধীনে প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষা বৎসরের সর্বশেষ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদন বা বিবরণী প্রত্যয়ন করিবে এবং উক্ত সময়কালের লাভ-ক্ষতির হিসাব ও অন্যান্য হিসাব নিরীক্ষা করিবে। কোনো ব্যাংকে একের অধিক বহিঃনিরীক্ষক নিয়োজিত হইলে, প্রধান কার্যালয় যৌথভাবে নিরীক্ষিত হইবে এবং কোন শাখা কোন বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক নির্ধারণ করিবে।

(২) ব্যাংকে নিয়োজিত বহিঃনিরীক্ষক নিম্নবর্ণিত পাঁচ (০৫) ধরনের প্রতিবেদন দাখিল করিবে:

(ক) **অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন:** বহিঃনিরীক্ষক ব্যাংকে নিয়োজিত হইয়া নিরীক্ষা বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখ ভিত্তিক একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিবে এবং তাহা নিরীক্ষা বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে দাখিল করিবে। উক্ত প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে বহিঃনিরীক্ষক মতামত প্রদান করিবে:

(১) ঋণ শ্রেণিকরণ ও ঋণের বিপরীতে রক্ষিতব্য সংস্থান সংক্রান্ত অনিয়ম;

(২) এ বিধিমালার বিধি ৭(১) ও ৭(২) এ উল্লিখিত বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত প্রাপ্ত অনিয়ম;

(৩) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলকৃত তথ্য/বিবরণীতে (Regulatory Reporting) প্রাপ্ত অনিয়ম;

(৪) ৬ (ছয়) মাসের বেশি মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের তথ্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে যথাসময়ে উহা দাখিল করা হইয়াছে কি না ও উহার সঠিকতা;

(৫) মাসিক ভিত্তিতে তারল্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ;

(৬) অন্যান্য বিষয়াদি, যাহা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিতকরণ প্রয়োজন মর্মে বহিঃনিরীক্ষকের নিকট প্রতীয়মান হয়।

(খ) **ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনঃ** বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক প্রণীত ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে মতামত প্রদান করিতে হইবে:

(১) ঋণ শ্রেণিকরণ, ঋণের বিপরীতে রক্ষিতব্য সংস্থান ও মুনাফা হিসাবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালিত হইয়াছে কি না;

(২) নিরীক্ষাধীন শাখাসমূহের অবলোপনকৃত, পুনঃতফসিলকৃত/পুনঃগঠিত ঋণ হিসাব, মওকুফকৃত সুদ সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক এতদ্‌সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার/লেজার সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালিত হইয়াছে কি না;

(৩) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৫(গ) অনুসারে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর রহিয়াছে কি না এবং তাহা ব্যাংক ব্যবস্থাপনা হইতে স্বাধীন কি না; এই ক্ষেত্রে কোনো গুরুতর ত্রুটি বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না;

(৪) রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার আবেদনপত্র নিরীক্ষণে কোনো অনিয়ম/নির্দেশনার ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না;

(৫) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াদি।

(গ) **বিশেষ প্রতিবেদনঃ** ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৯(৪)-এ উল্লিখিত বিষয়াবলী অর্থাৎ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর কোনো ধারা বা নির্দেশনার লংঘন হইলে, বা কোনো অসততা ও প্রতারণা সংক্রান্ত ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হইলে (যে সময়কালেই সংঘটিত হউক না কেনো যদি তাহা আর্থিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়), বা ব্যাংকের সংরক্ষিত মূলধন আবশ্যক মূলধনের ৫০ শতাংশের নিচে নামিয়া গেলে বা নামার সম্ভাবনা তৈরি হইলে, বা পাওনাদারদের পাওনা প্রদানের নিশ্চিয়তা বিঘ্নিত হইলে, বা কোনো গুরুতর অনিয়ম ঘটিলে, বা পাওনাদারগণের পাওনা মিটাইবার জন্য ব্যাংক-কোম্পানীর সম্পদ যথেষ্ট কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে বহিঃনিরীক্ষক অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে বিশেষ প্রতিবেদন এর মাধ্যমে অবহিত করিবে।

(ঘ) **গোপনীয় প্রতিবেদনঃ** বহিঃনিরীক্ষাকালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এবং সন্ত্রাস দমন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর কোনো বিধান লংঘন হইলে এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং (STR) ও নগদ লেনদেন রিপোর্টিং (CTR) সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে বহিঃনিরীক্ষক এই বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এ গোপনীয় প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(ঙ) **চূড়ান্ত প্রতিবেদনঃ** ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৯(৩) ও কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২১৩ তে উল্লিখিত বিষয়াবলী এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী উল্লেখপূর্বক সুস্পষ্ট মন্তব্য/মতামতসহ প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী সম্বলিত চূড়ান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে:-

(১) আর্থিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিধি-বিধানসহ International Financial Reporting Standard (IFRS)/International Accounting Standard (IAS) অনুযায়ী নির্ধারিত মান সম্পন্ন হইয়াছে কি না;

(২) মূলধন, সঞ্চিতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীট সঙ্গতি, নগদ অর্থ ও তরল সম্পদ বিধি অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হইয়াছে কি না;

(৩) ব্যাংকের সম্পদ এবং দায়ের ম্যাচুরিটির মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্যতা রহিয়াছে কি না যাহা পরবর্তীতে ব্যাংকের তারল্যে নেতিবাচক প্রভাব রাখিতে পারে;

(৪) নিরীক্ষাকালীন সময়ের ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণে প্রযোজ্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসৃত হইয়াছে কি না;

(৫) মুনাফা স্ফীত করার লক্ষ্যে কোনো অনিয়ম/ছল-চাতুরী (Window dressing) এর আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে কি না;

(৬) ব্যাংকের অ-ব্যাংকিং সম্পদসমূহ বিধি মোতাবেক হিসাবায়ন করা হইয়াছে কি না;

(৭) ঋণের শ্রেণিকরণ, ঋণের বিপরীতে রক্ষিতব্য সংস্থান, সুদ মওকুফ ও স্থগিত সুদ নিরূপণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালিত হইয়াছে কি না;

(৮) নিরীক্ষিত বৎসরের মোট অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ, তাহা হইতে আদায়ের পরিমাণ এবং আদায়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ;

(৯) নিরীক্ষাকালীন সময়ে কোনো গুরুতর অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে কি না;

(১০) এই বিধিমালার বিধি ৭(১) ও ৭(২) এ উল্লিখিত বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত কোন অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে কি না;

(১১) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৫(গ) অনুসারে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর রহিয়াছে কি না এবং তাহা ব্যাংক ব্যবস্থাপনা হইতে স্বাধীন কি না; এই ক্ষেত্রে কোনো গুরুতর ত্রুটি বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না;

(১২) দেশের প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসারে সকল ধরনের প্রযোজ্য করাদি সংগ্রহ করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হইয়াছে কি না;

(১৩) সাবসিডিয়ারি কোম্পানী ও শেয়ারবাজারে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ কত এবং উহা বিধিসম্মত কি না এবং এইক্ষেত্রে উদ্ভূত বাজার ঝুঁকি সঠিকভাবে নির্ণিত হইয়াছে কি না;

(১৪) বিভিন্ন Financial Instrument এর হিসাবরক্ষণের নীতি সঠিকভাবে পরিপালিত হইয়াছে কি না;

(১৫) দেশে প্রচলিত আইন ও বিধিমালার নির্দেশনা লঙ্ঘিত হইবার ঘটনা ঘটিয়াছে কি না;

(১৬) ব্যাংকের ঝুঁকির পরিমাণ, কার্যপরিধি ও কর্মকৌশল এবং ইতঃপূর্বে প্রকাশিত আর্থিক বিবরণীর পরিমাণগত ও গুণগত ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হইয়াছে কি না;

(১৭) ব্যাংকের জন্য "Going Concern Concept" পরিপালন করিবার ক্ষেত্রে বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে এমন কোনো বিষয় রহিয়াছে কি না;

(১৮) রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার আবেদনপত্র নিরীক্ষণে কোনো অনিয়ম/নির্দেশনার ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না;

(১৯) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিশদ ও বিশেষ পরিদর্শনে প্রাপ্ত অনিয়মসমূহ নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে কি না;

(২০) বিগত বৎসরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অনিয়ম যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে কি না।

বহিঃনিরীক্ষণে উপরিউল্লিখিত কোনো বিষয়ে যদি অসন্তোষকজনক কিছু পাওয়া না যায় সেই ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এই বিষয়ে স্পষ্ট মতামত প্রদান করিতে হইবে অথবা উক্ত বিষয়সমূহ নিরীক্ষাধীন দপ্তর/শাখার জন্য যদি প্রযোজ্য না হয় তবে কেন প্রযোজ্য হইবে না তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) অন্যান্য বিষয়াদিঃ-

(ক) বহিঃনিরীক্ষক নিরীক্ষিত ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদসমূহ নিরীক্ষা করিবে, যাহা কোনোভাবেই মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ৮০% এর কম হইবে না। এতদক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের উর্ধ্বক্রমানুসারে প্রথম দশটি (১০) শাখার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করিতে হইবে।

(খ) বহিঃনিরীক্ষক নিরীক্ষা কার্যের প্রয়োজনে স্থিতিপত্র, লাভ-ক্ষতির হিসাবসহ হিসাব সংক্রান্ত যে কোনো কাগজপত্র/তথ্যাদি সংগ্রহ, যাচাই করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে;

(গ) বহিঃনিরীক্ষার কাজ প্রচলিত নিয়ম/বিধি মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদনের প্রয়োজনে কোনো সভা আহ্বান করা হইলে উক্ত সভায় বহিঃনিরীক্ষককে অবশ্যই উপস্থিত থাকিতে হইবে;

(ঘ) ব্যাংকে বহিঃনিরীক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং সম্পাদনের ক্ষেত্রে বহিঃনিরীক্ষককে অবশ্যই Concept of Materiality বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ নিরীক্ষণ

৭। (১) বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে বহিঃনিরীক্ষক মতামত প্রদান করিবে:-

(ক) আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশিত বিধি-বিধানের ব্যত্যয় হইয়াছে কি না;

(খ) রপ্তানি বিল ডিসকাউন্টিং/নেগোসিয়েশন/ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থায়ন করা হইয়াছে কি না;

(গ) আমদানির বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রায় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিপালনীয় বিধি-বিধানের ব্যত্যয় হইয়াছে কি না;

(ঘ) প্রাধিকারভুক্ত কিংবা বিশেষ অনুমোদনের আওতায় বহির্মুখী রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে যথানিয়মে উৎসে-কর ও ভ্যাট কর্তনসহ নির্দেশিত বিধি-বিধানের ব্যত্যয় হইয়াছে কি না;

(ঙ) বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝুঁকি (বাজার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, পরিপালনগত ঝুঁকি, জাল-জালিয়াতি ও সুনাম ক্ষুন্ন সংক্রান্ত ঝুঁকি, ঋণ ঝুঁকি, পরিচালনগত ঝুঁকি, সমন্বয় ঝুঁকি) ব্যবস্থাপনা যথাযথ কি না;

(চ) আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদি যাচাই করতঃ প্রকৃত অর্থে পণ্য দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে কি না;

(ছ) রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদি যাচাই অন্তে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি কার্যক্রম বিধি মোতাবেক সম্পাদিত হইয়াছে কি না;

(জ) প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্য দ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব সমন্বয় না করিয়া সরাসরি গ্রাহকের হিসাবে জমা করিবার ঘটনা ঘটিয়াছে কি না;

(ঝ) অফশোর ব্যাংকিং লেনদেন সংক্রান্ত পরিপালনীয় বিধি-বিধানের ব্যত্যয় হইয়াছে কি না;

(ঞ) বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিয়াছে কি না এবং এইক্ষেত্রে কোনো গুরুতর ত্রুটি বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না;

(ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের এই সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা ব্যাংক কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসৃত হইয়াছে কি না।

(২) অন্যান্য বিষয়াদি:-

(ক) Financial Derivatives, Standby Letter of Credit, ব্যাংক গ্যারান্টি, ঋণপত্র এবং অন্যান্য Off-balance Sheet দফাসমূহের পরিমাণ এবং প্রকৃতি বিবেচনা করে উহা হইতে উদ্ভূত সম্ভাব্য বৈদেশিক মুদ্রায় দায় পরিশোধে ব্যাংকের ঝুঁকি নিরূপণ করিতে হইবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী নস্ট্রো হিসাব যথাযথভাবে সমন্বয়ের বিষয়ে বহিঃনিরীক্ষক মতামত প্রদান করিবে;

(গ) এ বিধিমালার বিধি ৭(১) ও ৮(২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বহিঃনিরীক্ষক প্রয়োজন মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমসমূহে সন্নিবেশিত তথ্যের সহিত ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করিবে। এইক্ষেত্রে ব্যাংক বহিঃনিরীক্ষককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়াদি বহিঃনিরীক্ষার নিমিত্ত এতদসংক্রান্ত ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বহিঃনিরীক্ষা দলে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৮। **রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা নিরীক্ষণ সংক্রান্ত বিধানাবলী**।- (১) বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে কোন ব্যাংকে নিয়োজিত নিরীক্ষক একই ব্যাংকে রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার আবেদনপত্র নিরীক্ষণে যুগপৎভাবে নিয়োজিত হইতে পারিবে না। এতদসংক্রান্ত আবেদনপত্র নিরীক্ষায় এফই সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসৃত হইবে এবং রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষক নিয়োগের বিষয়ে ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে পৃথকভাবে অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার বিষয়ে ব্যাংক নিরীক্ষণে নিয়োজিত বহিঃনিরীক্ষকের করণীয়:

(ক) নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসৃত হইয়াছে কি না তাহা নমুনা ভিত্তিতে পরীক্ষা করিতে হইবে;

(খ) রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার আবেদনপত্র নিরীক্ষার ক্ষেত্রে চিহ্নিত অনিয়ম ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
বহিঃনিরীক্ষার মান

৯। **নিরীক্ষা মান নিয়ন্ত্রণ**।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ও তালিকাভুক্ত সকল বহিঃনিরীক্ষক ব্যাংক নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষণের মান সমুন্নত রাখিতে যথাযথ নীতি/পদ্ধতির পরিপালন নিশ্চিত করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনান্তে বহিঃনিরীক্ষার গুণগতমান মূল্যায়ন করিতে পারিবে, যাহা বহিঃনিরীক্ষকের পরবর্তী তালিকাভুক্তিতে বিবেচিত হইবে।

১০। **পেশাগত নৈতিকতা**।- (১) ব্যাংকে নিয়োজিত সকল বহিঃনিরীক্ষককে Financial Reporting Council, Bangladesh কর্তৃক পরিগৃহীত Code of Ethics অনুসারে পেশাগত নৈতিকতা বজায় রাখিতে হইবে।

(২) বহিঃনিরীক্ষককে Financial Reporting Council, Bangladesh কর্তৃক পরিগৃহীত আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করিতে হইবে। ব্যাংক নিরীক্ষা কার্যক্রম Engagement Quality Control Review এর আওতাভুক্ত হইবে।

১১। **নিরীক্ষকের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা**।- (১) আইনগত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুসারে ব্যাংকের অডিট কমিটি বহিঃনিরীক্ষককে নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করিবে।

(২) ব্যাংকে নিয়োজিত বহিঃনিরীক্ষক নিরীক্ষিত ব্যাংকে একই নিরীক্ষিত বৎসরে Asset Valuation, Corporate Governance, Tax Consultation ইত্যাদি কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত হইতে পারিবে না এবং বহিঃনিরীক্ষক ব্যাংকে সকল ধরনের আর্থিক, ব্যবসায়িক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সংক্রান্ত বা অন্য যে কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবমুক্ত থাকিবে যাহাতে বহিঃনিরীক্ষকের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়।

(৩) বহিঃনিরীক্ষক বহিঃনিরীক্ষা পদ্ধতি, নিরীক্ষাকালে সম্মুখীন হওয়া বাধাসমূহ এবং তাহা প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(৪) বহিঃনিরীক্ষক কোনো অবস্থাতেই পক্ষপাতদুষ্ট বা বাহ্যিক কোনো চাপের বশবর্তী হইয়া মতামত প্রদান করিবে না এবং সর্বত স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা করিয়া স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করিবে।

১২। **স্বার্থের দ্বন্দ্ব (Conflict of Interest)**।- (১) কোনো ব্যাংকে নিয়োজিত বহিঃনিরীক্ষক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৯(১), ৩৯(২) ও ৩৯(৩) এ অর্পিত দায়িত্ব, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২১৩ এ উল্লিখিত বিষয়াবলী, এই বিধিমালায় উল্লিখিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে সময় সময় নির্দেশিত দায়িত্ব ব্যতীত অন্য কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত হইতে পারিবে না।

(২) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৮ অনুসারে একটি তালিকাভুক্ত বহিঃনিরীক্ষক বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনকালে এমন কোনো কাজে নিয়োজিত হইতে পারিবে না যাহা স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি করিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ

১৩। **তফসিলি ব্যাংকের বহিঃনিরীক্ষার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ**।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় ব্যাংক-কোম্পানীসমূহে বহিঃনিরীক্ষার জন্য অনুমোদিত বহিঃনিরীক্ষকের তালিকা প্রণয়ন করিবে এবং তাহা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করিবে।

(২) উত্তম নিরীক্ষাকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বহিঃনিরীক্ষকসমূহের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় তাহাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক সূচকসমূহ পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোন ব্যাংকে উক্ত ব্যাংকের স্বীয় খরচে একাধিক বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগের নির্দেশনা দিতে পারিবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৯(খ) এর বিধান অনুসারে দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বহিঃনিরীক্ষককে অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৫) এতদ্ব্যতীত, যদি কোনো বহিঃনিরীক্ষক কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর কোন বিধান বা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর কোন বিধান বা আলোচ্য বিধিমালার কোন বিধি বা বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো সার্কুলার/নির্দেশনা অমান্য/লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত বহিঃনিরীক্ষককে অনুমোদিত বহিঃনিরীক্ষকের তালিকা-বহির্ভূত করিতে পারিবে।

(৬) উপবিধি (৫) এর আওতায় কোনো বহিঃনিরীক্ষককে অনুমোদিত বহিঃনিরীক্ষকের তালিকা-বহির্ভূত করা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক হালনাগাদ তালিকা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করিবে।

১৪। **বহিঃনিরীক্ষকের পদ শূন্য হওয়া**।- (১) ব্যাংকে নিয়োজিত কোনো বহিঃনিরীক্ষককে এই বিধিমালার বিধি ১৪(৫) অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বহিঃনিরীক্ষকের তালিকা-বহির্ভূত করা হইলে, উক্ত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বহিঃনিরীক্ষকের পদটি সাময়িকভাবে শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২১০(৭) অনুসারে উক্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নতুন বহিঃনিরীক্ষক নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। নতুন বহিঃনিরীক্ষকের চূড়ান্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধি ৪ ও ৫ (বার্ষিক সাধারণ সভা সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা ব্যতীত) অনুসরণীয় হইবে।

(২) উপবিধি (১) ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বহিঃনিরীক্ষকের শূন্য পদ পূরণে কোম্পানী আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৫। পুনঃনিরীক্ষা।- যদি কোনো ব্যাংকের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, উক্ত ব্যাংকের বহিঃনিরীক্ষা সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় নাই বা ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সময়ের লাভ-ক্ষতির হিসাব নিরীক্ষিত প্রতিবেদনে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় নাই বা বহিঃনিরীক্ষকের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালিত হয় নাই তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক ভিন্ন বহিঃনিরীক্ষক নির্ধারণ করতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের স্বীয় খরচে নতুনভাবে বহিঃনিরীক্ষা সম্পন্ন করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

১৬। নিরীক্ষা ফি নির্ধারণ।- বহিঃনিরীক্ষকের নিয়োগপত্রে মোট কর্ম-ঘন্টার পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং কর্মঘন্টার সহিত নিরীক্ষা ফি এর সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে। এইক্ষেত্রে সাকুল্য নিরীক্ষা ফি কোনোভাবেই The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB)/Financial Reporting Council (FRC) কর্তৃক ব্যাংক বহিঃনিরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সর্বনিম্ন নিরীক্ষা ফি হইতে কম হইবে না।

১৭। দলিলপত্র সংরক্ষণ।- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরীক্ষা মান (ISA) অনুসারে বহিঃনিরীক্ষক আবশ্যিকভাবে নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবে। এতদ্ব্যতীত, নিরীক্ষাকালে কোনো অনিয়ম/ত্রুটি চিহ্নিত হইলে সেই বিষয়ক প্রমাণক দলিলাদিও বিশেষভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৮। ব্যাংকের জন্য বহিঃনিরীক্ষণ সংক্রান্ত সার্কুলার রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকের জন্য ইতঃপূর্বে জারিকৃত বহিঃনিরীক্ষণ সংক্রান্ত সকল সার্কুলার ও সার্কুলার লেটার এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারের অধীন সবকিছু বা তদধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত সকল ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন এমনভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যেন উহা কৃত বা গৃহীত হইবার তারিখে এই বিধিমালা বলবৎ ছিল।

১৯। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ দানের ক্ষমতা।- বাংলাদেশ ব্যাংক জনস্বার্থে এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করিতে পারিবে।

ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক